কুষ্টিয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ওয়ান শুটার গান ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)।

বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) রাত ৯টা ১৫ মিনিটের দিকে শহরের জুগিয়া চরপাড়া শ্মশানঘাটের পূর্ব পাশে বালুর টিলায় অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

শুক্রবার রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এসআরবি কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো.রেজাউল হক।

এসআরবি জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরের জুগিয়া চরপাড়া শ্মশানঘাটের পূর্ব পাশে বালুর টিলায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় তৈরী ওয়ান শুটার গান ও এক রাউন্ড লাল রংয়ের লীডবল কার্তুজ ও এক রাউন্ড সাদা রংয়ের রাবার কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা অস্ত্র ও কার্তুজের বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানিয়েছে এসআরবি।

কুষ্টিয়া সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভারতীয় মদ, ইয়াবা,

স্বর্ণের আংটিসহ বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার; আটক ০১

সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ রংমহল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ভারতীয় মদ, ইয়াবা, স্বর্ণের আংটিসহ বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার এবং একজন ব্যক্তিকে আটক করেছে বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টায় খাসমহল নামক স্থানে একটি চৌকস বিজিবি টহল দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় মোঃ রুবেল হোসেন (পিতাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, গ্রামঃ শেওড়াতলা, ডাকঘরঃ করমদি, থানাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর)-কে ভারতীয় ০১ বোতল মদ, ১০ পিস ইয়াবা, ০১টি স্বর্ণের আংটি, ০১টি এয়ারপড, ০২টি সিম কার্ড ও ০১টি মোবাইল ফোনসহ আটক করা হয়। আটককৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য ৭৮,৪২০ (আটাত্তর হাজার চারশত বিশ) টাকা।

আটকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামাল মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্য পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি সীমান্ত নজরদারি ও গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করেছে।

সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি দৃঢ়ভাবে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। সীমান্ত সুরক্ষা বজায় রাখা এবং মাদক ও চোরাচালানমুক্ত সীমান্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় ছয় হত্যা: হানিফের মৃত্যুদণ্ড, তিনজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ছয়জনকে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। একই মামলায় অপর তিন আসামিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করেন।

আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত তিনজন হলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী এবং কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা। পাশাপাশি চার দণ্ডিতের প্রত্যেকের অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

মামলায় নিহত ছয়জন হলেন আশরাফুল ইসলাম, সুরুজ আলী বাবু, আবদুল্লাহ আল মুস্তাকিন, মো. উসামা, বাবলু ফরাজী ও ইউসুফ শেখ। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কুষ্টিয়ায় তাঁদের হত্যার ঘটনায় এ মামলায় অভিযোগ আনা হয়।

প্রসিকিউশনের অভিযোগ ছিল, আন্দোলন দমনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার নির্দেশ দেওয়া, হত্যার ষড়যন্ত্র এবং ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় আসামিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মোট তিনটি অভিযোগে বিচার করা হয়।

২০২৫ সালের ২ নভেম্বর অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে মামলার বিচার শুরু হয়। তদন্ত কর্মকর্তাসহ মোট ১৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরার মধ্য দিয়ে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়।

প্রথম দফায় যুক্তিতর্ক শেষে মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখা হয়। পরে রাষ্ট্রপক্ষ অতিরিক্ত সাক্ষী ও নথিপত্র উপস্থাপন করলে পুনরায় শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ৭ অক্টোবর যুক্তিতর্ক শেষে মামলাটি আবারও রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন ট্রাইব্যুনাল। এরপর ২৭ অক্টোবর রায় ঘোষণার দিন নির্ধারণ করা হয়।

প্রসিকিউশন চার আসামির সর্বোচ্চ সাজা দাবি করেছিল। চারজনই পলাতক থাকায় তাঁদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে নিয়োজিত আইনজীবী আমির হোসেন মামলা পরিচালনা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

কুষ্টিয়ায় পদ্মার চর দখল নিয়ে দুপক্ষের ‘বন্দুকযুদ্ধ’, ব্যাপক গোলাগুলি

কুষ্টিয়ায় পদ্মার চর দখল নিয়ে পদ্মা নদীতে কাকন বাহিনী ও কালু বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ‘বন্দুকযুদ্ধের’ ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে শুরু হওয়া এ সংঘর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে দেড় শতাধিক রাউন্ড গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গোলাগুলি চলছিল। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো তথ্য নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পদ্মার কুষ্টিয়া অংশে পদ্মা- গড়াইয়ের মোহনায় অবস্থান নিয়েছে কাকন বাহিনী। অন্যদিকে, পাবনার ঈশ্বরদীর অন্তর্গত ডিগ্রির চরের কলাবাগানের মধ্যে রয়েছে কালু বাহিনী। দুই বাহিনীর সদস্যরা একে অপরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। এর আগে পদ্মা-গড়াইয়ের মোহনা কালু বাহিনীর দখলে ছিল। এবার কাকন বাহিনী ওই এলাকার দখল নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানান, পাবনার ঈশ্বরদী থানার অন্তর্গত পদ্মা নদীর ডিগ্রির চর বেশ কিছুদিন ধরে কালু বাহিনীর লোকজনের দখলে রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে পদ্মা-গড়াইয়ের মোহনায় একটি ট্রলারে করে এসে কাকন বাহিনীর সদস্যরা ডিগ্রির চর লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এ সময় প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন কৃষক মাঠে কাজ করছিলেন। পরে কালু বাহিনীর সদস্যরা পালটা গুলিবর্ষণ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

বিকাল ৪টার দিকে কাকন বাহিনীর সদস্যরা আরও দুটি ট্রলারে অস্ত্র ও লোকজন নিয়ে এসে শক্তি বৃদ্ধি করে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুই

পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলছিল। নদী ও চরের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের তথ্য নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

স্থানীয় নৌকার মাঝি নয়ন জানান, কাকন বাহিনী প্রথমে একটি ট্রলারে লোকজন নিয়ে এসে গোলাগুলি শুরু করে। বিকাল ৪টার দিকে তাদের বহরে আরও দুটি নৌকা যোগ হয়। এ পর্যন্ত প্রায় দেড়শর বেশি গুলি হয়েছে।

রাজশাহী নৌ পুলিশের সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলেন, গোলাগুলির ঘটনার খবর আড়াইটার দিকে পেয়েছি। এর পরপরই সেখানে নৌ পুলিশের সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে ঈশ্বরদী থানার একটি দলও রয়েছে। সেখানে তখনো গোলাগুলি চলছিল।

এ ঘটনায় আশপাশের এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এ গুলাগুলির ঘটনায় কত জন হতাহত হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায় নি।

কুষ্টিয়ায় অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে নারীসহ আটক ৫

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের বোয়ালদহ এলাকায় একটি কক্ষে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এক যুবক ও চার নারীকে হাতেনাতে আটক করেছে এলাকাবাসী। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, আটক ব্যক্তিরা হলেন—কুষ্টিয়া শহরের আমলাপাড়া এলাকার নিতাই অধিকারীর ছেলে প্রশান্ত অধিকারী মানব, বোয়ালদহ নতুনপাড়া এলাকার সাইদুর রহমানের মেয়ে শ্রাবণী আফরিন, শহরের মিললাইন এলাকার অজয় কুমার রায়ের মেয়ে অন্তি রানী রায়, টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার বাগজান গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে সাথী খাতুন ওরফে সিমরান এবং কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের রওশন উদ্দিনের মেয়ে রজনী খাতুন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন জানান, এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত পাঁচজনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২৯০ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নিহত ১

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। রোববার (২৫ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে উপজেলার চার মাইল এলাকায় কুষ্টিয়া-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জাকারিয়া ইসলাম (২৩) দৌলতপুর উপজেলার বড়গাংদিয়া এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে। আহতদের মধ্যে অটোচালকসহ তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে।

আহত অটোচালক মনিরুল ইসলাম জানান, তিনি কুষ্টিয়া শহর থেকে ৪ জন যাত্রী নিয়ে মেহেরপুরের গাংনী যাচ্ছিলেন। পথে চার মাইল এলাকায় একটি দ্রুতগামী কাভার্ড ভ্যান সামনে থেকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনিসহ ৪ যাত্রী আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসক জাকারিয়া ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন।

আহত অটোচালক মনিরুল ইসলাম, যাত্রী রেবেকা খাতুন (৪২) ও তার পুত্রবধু তামান্না (২০) হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী এলাকায়।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, এ ব্যাপারে আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণের বিষয়টি চলমান রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় তামাক চাষে নষ্ট হচ্ছে উর্বর জমি ও পরিবেশ

কুষ্টিয়াজুড়ে তামাক চাষের বিস্তারে কৃষিজমি, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। তামাক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন প্রণোদনা ও আশ্বাসে জেলার হাজারো কৃষক খাদ্যশস্যের পরিবর্তে তামাক চাষের দিকে ঝুঁকছেন। এতে কৃষি, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

তামাক চাষ কৃষকদের তাৎক্ষণিক নগদ আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করলেও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। যে জমিতে সরিষা, ডাল, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব, সেই জমি তামাক চাষে ব্যবহৃত হলে এর প্রভাব শুধু একজন কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সামগ্রিক কৃষি অর্থনীতি, মাটির স্বাস্থ্য ও খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা।

পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্রুত তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ, আইন প্রয়োগ এবং তামাকের বিকল্প লাভজনক ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা না গেলে কুষ্টিয়ার কৃষিজমি, পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঝুঁকি বাড়তে পারে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি দপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে উপজেলার প্রায় ৭ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষা ও বোরো ধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফসলের পরিবর্তে তামাক চাষ করা হচ্ছে। ফলে বছরে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে এটি স্থানীয় ও জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

স্থানীয় কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, তামাক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন প্রণোদনা, বীজ ও ঋণের সহজলভ্যতা এবং আগ্রাসী বিপণন ব্যবস্থার কারণে কৃষকেরা তামাক চাষে আকৃষ্ট হচ্ছেন। তবে এই সাময়িক অর্থনৈতিক লাভের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। অতিরিক্ত তামাক চাষের ফলে জমির উর্বরতা কমে যেতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ফসল উৎপাদনের সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমানের মতে, তামাক চাষের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কৃষকদের টেকসই কৃষিব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া, সরিষা ও বোরো ধানের মতো লাভজনক ফসল চাষে সরকারি প্রণোদনা, ঋণসুবিধা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

তামাক চাষের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে বিএটিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পরে তথ্য দেওয়া হবে বলে তাঁরা জানান।

তামাক চাষের বিস্তারে একদিকে ফসলি জমির স্বাভাবিক উর্বরতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, অন্যদিকে সরকার রাসায়নিক সারে দেওয়া ভর্তুকির কাঙ্ক্ষিত সুফল নিশ্চিত করতে পারছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতি বছর রাসায়নিক সারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দেয়। অভিযোগ রয়েছে, তামাক চাষিরা বিভিন্ন কার্ড ও কোম্পানির ঋণসুবিধার মাধ্যমে এসব ভর্তুকিমূল্যের সার ব্যবহার করছেন। ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে তামাক চাষে ভর্তুকিযুক্ত সার ব্যবহারের বিষয়টি কৃষি ও সার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়ায় বেলায়েত হোসেন শিক্ষাবৃত্তির ২০ লাখ টাকার চেক প্রদান

মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে কুষ্টিয়ায় ১০০ শিক্ষার্থীর মাঝে ২০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ প্লাস (A+) প্রাপ্ত নির্বাচিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২০ হাজার টাকা করে এ বৃত্তি দেওয়া হয়।

শনিবার (২৪ অক্টোবর) কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বেলায়েত হোসেন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্বপ্নশীলন ক্যারিয়ার কেয়ারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বশির আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এ.এন.এম. মেশকাত উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা অফিসার আবু তৈয়ব ইউনুছ আলী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. আব্দুল লতিফ শেখ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়ার উপপরিচালক মো. হেলালউজ্জামান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংগীতশিল্পী বিপাশা ইয়াসমীন এবং ওয়েস্টার্ন গ্রুপের চেয়ারম্যান নার্গিস আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান তাদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি সমাজে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ ধরনের শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলে কুষ্টিয়াসহ এ অঞ্চলের শিক্ষার মানোন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং দক্ষ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তারা আরও বলেন, শিক্ষাবৃত্তির এই সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ না থেকে সহশিক্ষা কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বশির আহমেদ বলেন, “উচ্চশিক্ষা অর্জনে অর্থ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এবং মেধাবীরা যেন নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জায়গা করে নিতে পারে, সেই লক্ষ্যেই সাত বছর আগে ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের পক্ষ থেকে আলহাজ্ব বেলায়েত হোসেন শিক্ষাবৃত্তি চালু করি। জেনে ভালো

লাগছে, আমাদের এই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অনেকেই এখন মেডিকেল, প্রকৌশল, কৃষিসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। তাদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে সামান্য সহযোগিতা নিয়ে পাশে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত।”

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্বপ্নশীলনের নির্বাহী পরিচালক হাফিজ আল আসাদ। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন লেখক, সংগঠক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক নাজমুল হুদা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আহ্বায়ক ও জাতীয় ক্রীড়া সংগঠক মো. আমিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টরা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে বৃত্তি কার্যক্রমকে আরও সহজ, প্রযুক্তিবান্ধব ও ফলপ্রসূ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ারবিষয়ক দিকনির্দেশনা যুক্ত করা গেলে এ উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব আরও বিস্তৃত হবে।

শিক্ষাবৃত্তির এ আয়োজন মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বেসরকারি উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দৌলতপুরে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন নিপীড়ন চেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক কারাগারে

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের চেষ্টার অভিযোগে সাঈদ হোসেন নান্নু নামে এক মাদরাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে বুধবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার ভুক্তভোগী ছাত্রীর মা দৌলতপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। পরে ওই রাতেই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অভিযোগে বলা হয়, গত ১৪ অক্টোবর দুপুর ২টার দিকে উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের পাকুড়িয়া গ্রামের দারুল আববার মাদরাসায় পড়তে যায় ওই ছাত্রী। এ সময় শিক্ষক নান্নু তাকে একা অফিসকক্ষে নিয়ে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত শিক্ষক পালিয়ে যান।

পরে বিষয়টি জানাজানি হলে ভুক্তভোগী ছাত্রীর মা থানায় অভিযোগ করেন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মাদরাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পূজায় যাওয়ার পথে ভ্যান থামিয়ে নারীদের স্বর্ণালংকার লুট

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নির্জন সড়কে গাছের ডাল ফেলে যানবাহনের গতিরোধ করে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। মুখোশধারী দেশীয় অস্ত্রধারী ৫-৬ জনের একটি দল পূজামণ্ডপে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানে থাকা চার নারীর স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়।

পরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীদের কাছ থেকেও স্মার্টফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) রাত পৌনে ১০টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের কালিতলা বিষিনতা মাঠসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নির্জন সড়কের ওপর গাছের ডাল ফেলে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা।

এ সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ৫-৬ জনের একটি দল সেখানে অবস্থান নেয়। ওই সড়ক দিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় এক যুবক কৌশলে নিজেকে রক্ষা করে কাছের একটি মোড়ে থাকা লোকজনকে ডাকাতির খবর দেন। পরে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

এরই মধ্যে পূজামণ্ডপে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানে থাকা চার নারী দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েন। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ওই পথ দিয়ে যাওয়া আরেকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীদের কাছ থেকেও স্মার্টফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ছাতিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে পুলিশও সেখানে পৌঁছায়। তবে ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ভুক্তভোগীরা স্থানীয় এলাকার বাইরের হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্জন সড়কটির সুযোগ নিয়ে এর আগেও মাঝেমধ্যে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতেও একই কৌশলে যানবাহনের গতিরোধ করে যাত্রীদের মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

বিষয়ে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়।